REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪৬ ইংরাজী 13th December 1939 | ২৭শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ১৹ দুই পয়সা। বাংসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় বিনামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /৹ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—

শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধি-ধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠ-পোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৹, ছোট ১৮৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

নূতন বীমা

৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার উপর

—বোনাস—

প্রতি বৎসর	প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲	আজীবন বীমায় ১৫৲

চলতি বীমা	...	১৬ কোটি ৩৪ লক্ষের উপর
বীমা তহবিল	...	২ ,, ৯৬ লক্ষের ,,
মোট সংস্থান	...	৩ ,, ৩৬ ,, ,,
প্রিমিয়াম আয়	...	... ... ৭৪ ,, ,,
দাবী শোধ	...	১ কোটি ৮৫ ,, ,,

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

স্যাঙো

করিয়াছেন।

স্বর্ণ ঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৹

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্‌।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারান্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—২৬৪, ২৬৫, ২৬৬ বংশাল রোড, নবাবপুর ঢাকা, সরাবগঞ্জ, মজফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৪৬ সাল

পণ্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণের অসুবিধা

আজ কয়েকদিন হইতেই নিত্য ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির মূল্য অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সামান্য তেল, নুন, দাল, দেশালাই ও চিনি হইতে আরম্ভ করিয়া ঔষধ-পত্রের তো কথাই নাই, প্রসাধন দ্রব্যাদির দামও বাড়িয়া চলিয়াছে।

যুদ্ধ ও আন্তর্জ্জাতিক বিভিন্ন সমস্যায় বৃটেন ব্যস্ত—আর জনসাধারণের জীবন বিব্রত হইতেছে কতকগুলি অতিলোভী দোকানদারের চালে পড়িয়া।

ভারত রক্ষা আইনের ৮১ (২) বি ধারানুসারে বাংলা সরকার অবশ্য কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের উর্দ্ধতন হার স্থির করিয়া দিয়াছেন, দুঃখের কথা তাহা আমাদের মফঃস্বলে কোন উপকারেই আসে নাই।

সামান্য বিলম্বে হইলেও কলিকাতা ও সহরতলীর জন্য বাংলা সরকারের এই ব্যবস্থা অতীব প্রসংশনীয়। কিন্তু আমাদের এ ক্ষুদ্র সহরে সাধারণের চোখে ধূলা দিয়া যেভাবে জিনিষের দাম লওয়া হইতেছে তাহা অতীব বিস্ময়জনক।

গত সেপ্‌টেম্বর মাসে যখন প্রথম লড়াই বাধে তখন ব্যবসায়ীগণ একদিনে বড়লোক হইবার আশায় অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের দর বাড়াইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তখন অর্ডিনান্স জারী করিয়া এই সমস্ত দোকানদারগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার ফলে একদিনেই বাজার শান্তভাব ধারণ করিল। জনসাধারণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া গভর্ণমেণ্টকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

গভর্ণমেণ্টের বহু বাধা নিষেধ সত্বেও তিন মাসে দেশের যে অবস্থা ধারণ করিয়াছে তাহাতে জনসাধারণের উদ্বিগ্ন হইবার কথা। তিন মাসেই যখন এই অবস্থা, আর তিন বছর যুদ্ধ হইলে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কর্ত্তৃপক্ষ যথাসময়ে এর প্রতিকার করিতে উদ্যত হইয়া কলিকাতা ও সহরতলীর উপকার সাধন করিলেন সত্য কিন্তু এখানে এখনও অগ্নিমূল্যে সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হইতেছে। অর্থাৎ আমরা "যে তিমিরে সেই তিমিরে"।

যে সকল জিনিষ বিদেশ হইতে আসে না অথবা বৈদেশিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না এমন সব জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করার পক্ষে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে কি না বুঝা দুঃসাধ্য। এই সকল ব্যবসায়ীদিগের পণ্যমূল্য শুধু অন্যায় নহে—অমার্জ্জনীয়ও। যুদ্ধের হুজুগে অনেকেই অনেক প্রকার অর্থাগমের সুযোগ লইয়া থাকেন, কিন্তু ফাঁকি দিয়া বড়লোক হইবার চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল! আমরা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও এস, ডি, ও বাহাদুরের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির উপনির্ব্বাচন

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বাবু কালীচরণ সিংহের মৃত্যু হওয়াতে ও শ্রীযুক্ত বিজপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে শপথ গ্রহণ না করায় তাঁহাদের স্থলে ১নং ও ৩নং ওয়ার্ডে আগামী ৬ই জানুয়ারী উপনির্ব্বাচন হইবে। গত ৩০শে নভেম্বর মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল।

কলেরা

লালথার দিয়ার, কালীনগর, জরুর ও নিকটস্থ পল্লী হইতে কলেরার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; ইতিমধ্যে উক্ত অঞ্চলে ৪।৫ জন লোক মারা গিয়াছে।

আবগারী আইনে দণ্ড

বে-আইনী ভাবে মদ্য চোলাই করিবার অপরাধে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মিঠিপুর গ্রামের শ্রীকান্ত রায়কে মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রকুমার সান্যাল মহাশয় গত ১৬ই নভেম্বর তারিখে ২০০৲ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। আবগারী দারোগা শ্রীকান্ত রায়ের বাটী হইতে কয়েক বোতল সঞ্জীবনী সুরা ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি প্রাপ্ত হয়েন।

চুরি

এবার পাটের দর বৃদ্ধি হওয়ায় মফঃস্বল হইতে পাট চুরির যথেষ্ট সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

নোয়াখালী সহর রক্ষা

নোয়াখালীর সম্মুখে চড়া পড়িয়া নদীর গতি যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সহর সম্বন্ধে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। গভর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয়ে সরকারী অফিস সকল মেরামত করিতেছেন। সহর রক্ষা পাওয়ায় জনসাধারণ আনন্দিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সহর রক্ষা পাওয়ায় নূতন স্থানে সহর নির্ম্মাণের ব্যয় হইতে গভর্ণমেণ্ট রক্ষা পাইলেন। বর্ত্তমানে খালের ভাঙ্গন হইতে রক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। পাথর ফেলিয়া ভাঙ্গন বন্ধ করা যায়। সেচ বিভাগের এ সম্বন্ধে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সমুদ্রতলে পোষ্ট অফিস

উইলিয়মসন নামে একজন আবিষ্কারক যাহারা রাজ্যের রাজধানী ন্যাসাউ সহরে সমুদ্রতলে কাচের নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জলতলে যে সকল জীবজন্তু বাস করে তাহাদের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ। বর্ত্তমানে তিনি তাঁহার এই পরীক্ষাগার জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাহার ফলে জনতার জন্য ডাক বিভাগ তথায় একটী পোষ্ট অফিস খুলিয়াছেন। পোষ্ট অফিস এই স্থানের জন্য এক প্রকার ডাক টিকিট বাহির করিয়াছেন। ঐ ডাক টিকিটে রাজার মূর্ত্তি ব্যতীত লেখা আছে যে বাহামার সমুদ্র তলে।

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হল

মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর হল নির্ম্মাণ শেষ হইতে চলিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার খেজুরী অঞ্চলে অনেকগুলি পর্টুগীজ কামান আছে তাহা উক্ত স্মৃতিমন্দিরের প্রাঙ্গণে স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ছাদের উপর মদের ভাটী

গত ২৮শে নবেম্বর সন্ধ্যাকালে আবগারী ইন্‌স্পেক্টর মহম্মদ ইস্মাইল আবগারী দারোগা এ, করিমকে সঙ্গে লইয়া কীঙ্কীটস্থ একখানি বাড়ীর ছাদের উপরিস্থিত ভৃত্যদিগের বাসস্থানে হানা দিয়া দুইজন নেপালীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ধৃত ব্যক্তিদ্বয় নাকি মদ চোলাই করিতেছিল। পুলীশ দুই গ্যালন মদ ও মদ চোলাইবার কতকগুলি সরঞ্জাম হস্তগত করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিরা বিচারাধীন আছে।

দিয়াশলায়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সংবাদ পত্রে এক ইস্তাহার মারফৎ জানাইয়াছেন,—৮০ কাঠি ও ৪০ কাঠি দিয়াশলাইয়ের প্রতি গ্রোসের পাইকারী মূল্য যথাক্রমে সাড়ে তিন টাকা ও ২৲ টাকার অধিক হইতে পারিবে না। ৮০ কাঠি দিয়াশলাইয়ের প্রতি ডজনের খুচরা মূল্য ৵০ প্রতি বাক্সের মূল্য দুই পয়সা ও ৪০ কাঠি দিয়াশলাইয়ের প্রতি বাক্সের মূল্য ১ পয়সার অধিক হইতে পারিবে না।

নববর্ষের উপাধি তালিকা

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, প্রচলিত প্রথানুযায়ী আগামী ১লা জানুয়ারী নববর্ষের উপাধি তালিকা প্রকাশিত হইবে না। তবে আগামী ১৩ই জুন সম্রাটের জন্মদিন উৎসব ভাবে অনুষ্ঠিত হইবার তারিখে ঐ তালিকা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে।

মৃত ব্যক্তির প্রত্যাবর্ত্তন

রাঁচী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—২২ বৎসর পূর্ব্বে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল এবং তাঁহার স্বজনগণ যথাবিধি শ্রাদ্ধাদিকার্য্যও সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তিনি 'সাধুর' বেশে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের নাম ছিল গোবিন্দনাথ সাহা, বর্ত্তমান নাম বাবা তুলসীদাস, তাঁহার বয়স ৫০ বৎ-

সর। তিনি এই জেলার লোহারডাগা থানার আকালী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ২২ বৎসর পূর্ব্বে এক আত্মীয়ের সহিত কলিকাতা গিয়াছিলেন এবং তথায় কলেরায় আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে ছিলেন। হাসপাতালে নার্সদের সহিত ঝগড়া করিয়া হাসপাতাল ত্যাগ করেন। তিনি কলিকাতায় নবাগত বলিয়া আত্মীয়ের বাসস্থান খুঁজিয়া পান নাই এবং বাসস্থানের সন্ধানে খুঁজিতে খুঁজিতে এক সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হয়। সাধু তাঁহার অবস্থা জানিয়া গোবিন্দ সাহাকে লইয়া যান এবং চিকিৎসা করেন। অতঃপর তিনি সাধু হওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন এবং আসামের কামরূপ গিয়া ১০ বৎসর তথায় বাস করেন এবং পরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। গুরুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী মাতা ও পত্নীর নিকট 'ভিক্ষা' (বিদায় গ্রহণ) লওয়ার জন্যই তিনি জন্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার সহিত ৪।৫ জন শিষ্যও আসিয়াছেন। তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আত্মীয়স্বজনগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এখনও সফল হন নাই।

অতিরিক্ত ম্যাট্রিক পরীক্ষা

গত ৪ঠা ডিসেম্বর হইতে যে অতিরিক্ত ম্যাট্রিক হইবার কথা ছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২১৫৩৭ জন ছিল। তন্মধ্যে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত মার্চ্চ মাসের গৃহীত প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রাইভেটের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা অধিক।

আসামের প্রথম নারী মন্ত্রী

আসাম প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী সার মহম্মদ সাদুল্লা মিস মেভিস ডানকে মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া এক নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি আসামে প্রথম নারী মন্ত্রী। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের মধ্যে যুক্ত-প্রদেশের মন্ত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নারী মন্ত্রীরূপে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শক্তিমান বাঙ্গালী

বহরমপুর সহরোপকণ্ঠের বাবু সুধাংশুভূষণ হালদার একটী সাড়ে ছয় ফুট লম্বা চিতাবাঘ বন্দুকের গুলিতে বধ করিয়াছেন। তিনি তিন মাস পূর্ব্বে আর একটী ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন। অধ্যাপক বাবু রামগোপাল বানার্জ্জি একটী ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক বাবু হরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যও ঐরূপ একটী ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন।

নারী নিগ্রহ

বহরমপুর থানার নিধিনগর গ্রামের কালী মণ্ডল তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রী গৌরী দাসীর সহিত বাস করিত। গত ২৭শে সেপ্‌টেম্বর কালী মণ্ডল বাড়ী হইতে মাঠে গিয়াছিল। তখন ঐ গ্রামের ধীরেন মণ্ডল তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে তাহার গৃহে ঢুকিয়া গৌরী দাসীর নিকট কুপ্রস্তাব করে। বালিকা ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে সে গৌরী দাসীকে বলপূর্ব্বক ঘরে লইয়া যায় ও টানাটানি করিতে থাকে। বালিকার প্রাণপণ চীৎকার ও ক্রন্দনে প্রতিবেশিগণ আসে। ধীরেন্দ্র তখন মাঠের পথে পলায়। কালী মণ্ডল মাঠ হইতে আসিলে বালিকা সমস্ত ঘটনা বলে ও বহরমপুর থানায় ধীরেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। দায়রা বিচারে তাহার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

শস্য ও গরু চুরি ও চামড়ার জন্য গোহত্যা

নোয়াখালীর ফেনী মহকুমার ফরাদনগর, নেমুয়া ও আকিয়াবাদ ইউনিয়নে হালের গরু ও দুগ্ধবতী গাভী চুরি হইতেছে। প্রায়ই অপহৃত গরু অদূরে লইয়া গিয়া বধ করিয়া উহার চামড়া লইয়া চোর পলাইতেছে। অনেকস্থলে ক্ষেত্র হইতে শস্য চুরি হইতেছে। এদেশে এরূপ চুরি নূতন। কোন অপরাধী ধরা পড়ে নাই।

মারপিট ও গৃহদাহ

সহযোগী রাঢ়বীণিকায় প্রকাশ,—গত ৭ই অগ্রহায়ণ মুরারই থানার অন্তর্গত মিত্রপুর গ্রামে গঙ্গাধর পাণ্ডা নামক এক ব্যক্তি, উক্ত গ্রাম নিবাসী কাসেম নামক জনৈক মুসলমান যুবক ও তাহার অন্যান্য বন্ধুগণ দ্বারা ভীষণভাবে উৎপীড়িত হইয়াছে বলিয়া থানায় অভিযোগ করা হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, একটী তবলা বাঁয়া উক্ত গঙ্গাধর পাণ্ডা ও আসামী কাসেম উভয়েই ব্যবহার করিত। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গাধর তাহার বাড়ীতে ঐ বাঁয়াটা লইয়া গান বাজনা করিতেছিল। কাসেম সেই সময় ঐ বাঁয়াটা চাহিয়া পাঠায়। গঙ্গাধর কিছুক্ষণ পরে দিব বলে। এই সংবাদে কাসেম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং নিজে ঘটনাস্থলে হাজির হইয়া জোরপূর্ব্বক তবলা ও বাঁয়া কাড়িয়া লয়। ফলে উভয়ের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়। কাসেম হঠাৎ গঙ্গাধরকে আক্রমণ করে ও তাহাকে গুরুতরভাবে আহত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জলাশয়ে নিক্ষেপ করে। গঙ্গাধরের কাকা এই সময় অন্যান্য লোকের সাহায্যে কাসেমকে তাড়াইয়া দেয়। কাসেম নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া কতকগুলি মুসলমান যুবককে উত্তেজিত করিয়া তাহাদের সঙ্গে পুনরায় গঙ্গাধরের বাড়ীতে আসে ও তাহার গৃহে আগুন লাগাইয়া দেয়। গ্রামের লোকজন উপস্থিত হইয়া আগুন নিবাইতে থাকে, কিন্তু একখানি ঘর পুড়িয়া যায় এবং কাসেম ঘটনাস্থল হইতে পলায়ন করে। কাসেম পুনরায় তাহার সঙ্গীদিগকে লইয়া নিজ বাড়ীতে ষড়যন্ত্র করে এবং গভীর রাত্রে আসিয়া গঙ্গাধরের সমস্ত ঘরগুলিতে আগুন লাগাইয়া দেয়। সকলে লাঠি, সড়কী হস্তে চারিদিকে পাহারা দিতে থাকে এবং সকলকে ভয় দেখাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে বাধা দিতে থাকে। গঙ্গাধরের পরিবারবর্গের সকলেই কোনরূপে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু একটী মহিলাকে আসামীগণ ধরিয়া ফেলে ও গুরুতরভাবে জখম করিয়া তাহার কাপড় কাড়িয়া লইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়। মুরারই থানায় সংবাদ দিলে পুলীশ মিত্রপুরে উপস্থিত হইয়া ছয়জন আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কিন্তু মূল আসামীসহ অন্য কয়েকজন এখনও পলাতক আছে। গঙ্গাধর ও তাহার পরিবারবর্গের অবস্থা শোচনীয়। জোর তদন্ত চলিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোর্টফি মউকুফ

দরিদ্র জনগণের উপকারার্থে সরকারী ব্যবস্থা

১৯৩৯ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখে একটী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে কোর্ট-ফি মওকুফ করিয়া দিয়াছেন :—

(ক) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৪৯ চ ধারানুযায়ী জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে কালেক্টরদের অনুমতি লাভের জন্য আদিম অধিবাসিবৃন্দ কর্ত্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্রের জন্য দেয় কোর্ট-ফি।

(খ) জমিদার বা তাহার প্রতিনিধি খাজনার রসিদ দিতে অস্বীকৃত হইলে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৫৮ ধারার ৪ উপধারা অনুযায়ী যে সকল অভিযোগ দাখিল হইবে, তজ্জন্য দেয় কোর্ট-ফি।

(গ) আবওয়াব আদায়ের জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৭৪ ক ধারার ১ উপধারা অনুযায়ী জমিদার বা তাহার প্রতিনিধির বিরুদ্ধে আনীত মামলার জন্য দেয় কোর্ট-ফি।

যে সকল লোক দরিদ্র ও নিরক্ষর বলিয়া জানা যাইবে, তাহাদিগের উপকারার্থে এই মউকুফের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যে সকল আদিম অধিবাসীর উপর নিজ জমি হস্তান্তর সম্পর্কে নানারূপ বাধা-নিষেধ প্রযুক্ত আছে তাহারা জমি হস্তান্তর করিলে এযাবৎ কোর্ট-ফি দিতে হইত। এখন হইতে তাহাদিগকে উহা হইতে রেহাই দেওয়া হইবে।

প্রজাদের পক্ষে ক্ষতিজনক কোনরূপ বে-আইনী কার্য্য যাহাতে জমিদার বা প্রতিনিধি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্যই অপর দুইটি ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এখন হইতে কোনও প্রজাকে খাজনার যথোপযুক্ত রসিদ দেওয়া না হইলে বা আবওয়াব আদায় করা হইলে, উক্ত প্রজা কোর্ট-ফি বাবদ কোনরূপ ব্যয় না করিয়াই আদালতে মামলা রুজু করিতে পারিবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার বৃত্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় (১৯৩৯) মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত ২ জন ছাত্র ১০৲ দশ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৃত্তি মাসিক হারে এই বৎসরের ১লা জুন হইতে দেওয়া হইবে।

১। ননীগোপাল দাস জঙ্গিপুর হাই। ২। ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কান্দী রাজ হাই স্কুল।

বহরমপুর বালিকা বিদ্যালয় হইতে মঞ্জরী দাস গুপ্তা নামে একটি ছাত্রী ১৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছে।

আমাদের নিবেদন

আমরা অনিবার্য্য কারণে গত ১৩ই ও ২০শে অগ্রহায়ণ তারিখের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রকাশ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এখন হইতে উহা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিব।

পাঞ্জাবের গবর্ণর আহত

ঘোড়া পড়িয়া যাওয়ায় বিপত্তি

পাঞ্জাবের গবর্ণর গত ৫ই ডিসেম্বর প্রাতে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হন। তাঁহার ঘোড়া পড়িয়া যায়। ফলে তাঁহার শরীরের কয়েক স্থান জখম হইয়া যায়। তাঁহার পিঠের কয়েক জায়গায় ছিড়িয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব তিনি দুই-তিন দিন তাঁহার নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচী অনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন না।

জিলাবোর্ড কর্ম্মচারী সম্মেলন

বড়দিনের সময় মালদহে অধিবেশন

বাঙলার অর্থসচিব মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার আগামী বড়দিনের সময় বেসরকারীভাবে মালদহ পরিদর্শনে যাইবেন। ঐ সময় সেখানে নিখিলবঙ্গ জেলা-বোর্ড কর্ম্মচারী সম্মেলনের যে অধিবেশন হইবে, তিনি সম্ভবতঃ তাহার উদ্বোধন করিবেন।

পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিঃ খাজা শাহাবুদ্দিন উক্ত সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

যুদ্ধক্ষেত্রে মহামান্য সম্রাট

ফ্রান্সে সেনাবাহিনী পরিদর্শন

মহামান্য সম্রাট গত ৬ই ডিসেম্বর ফ্রান্সে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদলের সহিত ৮ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন। প্রত্যেক ইউনিট পরিদর্শনের পর সেই স্থান ত্যাগের কালে সৈন্যদের উল্লাস-ধ্বনি বহুদূর হইতেও শ্রুত হইতে থাকে।

সম্রাট ছোট একটী গ্রাম্য কাফিখানায় ভাইকাউণ্ট গর্ট, ডিউক অব গ্লসেষ্টার এবং আরও ২০ জন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত আহার করেন। উক্ত কাফিখানা সাধারণতঃ একজন কর্পোরালের মেস্ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সম্রাট বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সর্ব্বশেষে তিনি কাঁটাতারের বেড়া হইতে মাত্র সিকি মাইল দূরে অবস্থিত হাইল্যাণ্ডারদের একটী ব্যাটালিয়ান পরিদর্শন করেন।

গোধুলির সময় যখন সম্রাটের গাড়ীর পুরোভাগস্থিত রক্ষীগাড়ী রাজকীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্সে উপস্থিত হয়, তখন শহর ও পল্লীসমূহের পথে সমবেত ফরাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে।

আসামের নবীন মন্ত্রী-মণ্ডলী

মন্ত্রিদের কার্য্যভার বণ্টন

শিলং হইতে ৫ই ডিসেম্বর তারিখে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, খান বাহাদুর সৈয়দুর রহমান, মওলবী আবদুর মতীন চৌধুরী ও মিসেস মেভিস ডান, সা'দুল্লা মন্ত্রীসভার এই নূতন সদস্যত্রয় সেদিন বেলা ১২॥ সাড়ে বারটার সময় আনুগত্য ও গোপনীয়তার শপথ গ্রহণ করেন। মহামান্য গভর্ণর তাঁহাদিগকে শপথ গ্রহণ করান।

মন্ত্রীসভার আরও একজন সদস্য গৃহীত হইবে। এই অবশিষ্ট মন্ত্রী নিয়োগ করা হইলেই মন্ত্রীসভার গঠনকার্য সমাপ্ত হইবে।

শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে নিম্নোক্তভাবে কার্য্যভার বণ্টিত হয়।

স্যার মোহাম্মদ সা'দুল্লা—স্বরাষ্ট্র ও অর্থ বিভাগ;
মিঃ রোহিণীকুমার চৌধুরী—শিক্ষা ও সাধারণ;
মওলবী মুনওয়ার আলী—বন ও আবকারী;
মিঃ হীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য;
খান সাহেব মোদাব্বের হোসেন চৌধুরী—স্বায়ত্তশাসন ও বিচার বিভাগ;
মিঃ মহেন্দ্রনাথ সাইকিয়া—কৃষি;
মিঃ আবদুল মতীন চৌধুরী—পূর্ত্তবিভাগ শ্রমিক-কল্যাণ, বিদ্যুৎ বিভাগ প্রভৃতি;
খান বাহাদুর সৈয়দুর রহমান—রাজস্ব ও ব্যবস্থাপনা;
মিসেস্ ডেভিস ডান—শ্রমশিল্প, সমবায় ও রেজিষ্ট্রেশন।

সর্পের উদরে ব্যাঘ্রশাবক

গত ১৭ই নভেম্বর দুয়ামারা চা-বাগানে (দুমদুমা) একটী বৃহদাকার পাইথন সাপ নিহত হইয়াছে। সাপটী একটী বাছুরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে স্থানীয় ফ্যাক্টরীর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে গিয়া বন্দুকের দুই গুলিতে উহাকে নিহত করেন। নিহত হইলে উহার উদর খুব স্ফীত দেখিয়া স্থানীয় লোকজন কৌতূহল বশতঃ উদর বিদীর্ণ করে এবং একটী ব্যাঘ্র শাবক দেখিতে পায়। ব্যাঘ্র শাবকটী লম্বায় লেজসহ প্রায় ২॥০ হাত ছিল। সাপটী দৈর্ঘ্যে ১৫।১৬ ফুট ছিল।

সরকারী কৃষিঋণ

বাংলা সরকার বিভিন্ন জেলায় নিম্নলিখিত পরিমাণ কৃষিঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন:—

বাঁকুড়া ৪ লক্ষ টাকা, বীরভূম ১৫ হাজার টাকা, বর্দ্ধমান ১,৩১,২০০৲, হুগলী ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, হাওড়া ৩০ হাজার টাকা, মেদিনীপুর ২,৯১,৫০০৲, ২৪ পরগণা ৯৮ হাজার টাকা, যশোর ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা, নদীয়া ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, খুলনা ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, মুর্শিদাবাদ ১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, ঢাকা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, ফরিদপুর ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, ময়মনসিংহ ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, বাখরগঞ্জ ৭৬ হাজার টাকা, রাজসাহী ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, রংপুর ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, পাবনা ৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, দিনাজপুর ৮,০৫০৲, মালদহ ৪৩ হাজার টাকা, জলপাইগুড়ি ৭০০৲, চট্টগ্রাম ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ত্রিপুরা ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, নোয়াখালী ৩৭॥ হাজার টাকা—একুনে ৩৬,৭২,৯৪৭৲

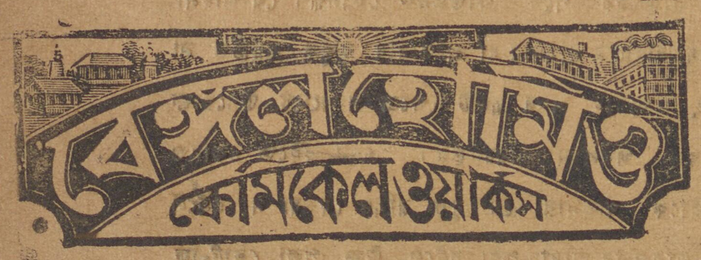

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

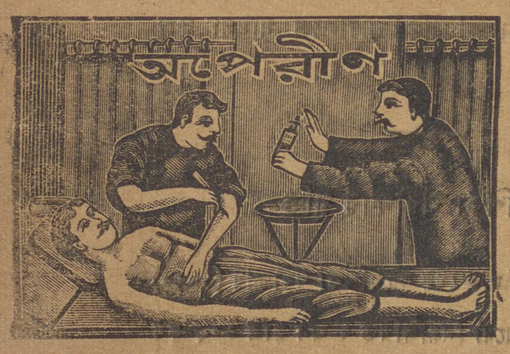

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনুকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মুল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৴০। ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবনঃ—ভাইট্যালী— { বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৴০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৴০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-সি-এস (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

হোমিও ঔষধ! **হোমিও ঔষধ!!**

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵০, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵৫ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ৴০ কমিশন বাদ।

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।